দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 2.6 SEP 1994 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

35

এইচএসসি ।। কুমিল্লা বোর্ডের ফল প্রকাশ বিলম্বিত হতে পারে

৯০ ভাগ পরীক্ষার্থী ওএমআর পূরণে ভুল করেছে ।। পরীক্ষকদেরও একই দশা

।। নূরুন্নবী রহমান ।।

কুমিল্লা ঃ কুমিল্লা বোর্ডের এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় প্রায় ৯০ শতাংশ পরীক্ষার্থী উত্তরপত্রের টপসীট ওএমআর (অপটিক্যাল মার্কস রিডিং) পূরণে ভুল করেছে। এই ওএমআর– যে পরীক্ষার্থীর রোল নাম্বার, বিষয় কোড, রেজিস্ট্রেশন নাম্বার, বিষয় কোড ইত্যাদির উল্লেখ থাকে।

বুয়েট কম্পিউটার সেন্টার থেকে ইতিমধ্যে এরকম ভুলভাবে পূরণ করা ৫০ হাজার ওএমআর বোর্ডে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ আশংকা করছেন ভুল ওএমআরের সংখ্যা ১ লাখ ছাড়িয়ে যেতে পারে। ইতিমধ্যে যেসব ভুল ওএমআর বোর্ডে এসে পৌছেছে বোর্ড কর্তৃপক্ষ সেগুলো আলাদা কাগজে কি ভুল হয়েছে এবং শুদ্ধ কি হবে তা লিখে কম্পিউটার সেন্টারে পাঠানোর ব্যবস্থা নিয়েছে।

অন্যদিকে উত্তরপত্র পরীক্ষা করতে গিয়ে পরীক্ষকরাও ভুলভাবে ওএমআর পূরণ করছেন। তবে এ ধরনের ভুল ওএমআর এখনো বোর্ডে এসে পৌছেনি। এগুলো আসলে ভুল ওএমআরের সংখ্যা দেড় লাখ ছাড়িয়ে যেতে পারে। ফলে ফলাফল প্রকাশে জটিলতা এবং দেরি হতে পারে। এবার কুমিল্লা বোর্ড থেকে ৯১ হাজার ২৩৯ জন পরীক্ষার্থী এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়।

দেড় হাজার ফল স্থগিত

সদ্য প্রকাশিত কুমিল্লা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার প্রায় দেড় হাজার পরীক্ষার্থীর ফল প্রকাশ স্থগিত রয়েছে।

বোর্ডের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, এসআইএফ (ইন্টুডেন্ট ইনফরমেশন ফরম) ভুলভাবে পূরণ করার কারণে বেশিরভাগ ফলাফল স্থগিত রয়েছে। এস–আইএফে ভুল থাকার কারণে কম্পিউটার

এইচএসসি ঃ পৃঃ ৬ কঃ ২

এইচএসসি ঃ ফল প্রকাশ বিলম্বিত হতে পারে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পরীক্ষার্থীটির ফলাফল সম্পর্কে সঠিক রিডিং দিতে পারছে না। এক্ষেত্রে যে ভুল বেশি হয়েছে তা হচ্ছে যেমন সমাজ বিজ্ঞানের একজন পরীক্ষার্থী এসআইএফে ভুল করে সাধারণ বিজ্ঞানের ঘর পূরণ করেছে। কিন্তু পরীক্ষা দিয়েছে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ে। ফলে ওএমআর ও এসআইএফের সাথে গরমিল থাকার কারণে কম্পিউটার সঠিক রিডিং দিচ্ছে না, ফলাফল স্থগিত হয়ে গেছে।

স্থগিত ফলাফলের তালিকা ইতিমধ্যে কম্পিউটার সেন্টার থেকে বোর্ডে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। বোর্ড সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীটির এন্ট্রি ফরমের সাথে মিলিয়ে এসব ভুল ঠিক করে তা আবার কম্পিউটার সেন্টারে পাঠিয়ে দেবে।

এগুলো না পৌছা ও শুদ্ধ না করা পর্যন্ত ফলাফল বিবরণী তৈরি ও বিতরণ করা যাবে না।

বোর্ডের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, স্থগিত ফলাফলের এন্ট্রি ফরমের সাথে মিলিয়ে সঠিক তথ্য বের করার কাজ চলছে। ইতিমধ্যে ৯০ শতাংশ কাজ শেষ হয়ে গেছে। শিগগিরই এগুলো কম্পিউটার সেন্টারে পাঠিয়ে দেয়া হবে।